ইয়ন ফসের তিন নাটক

ইয়ন ফসের তিন নাটক

বাঙলায়ন

সৌম্য সরকার

ইয়োন ফসের তিন নাটক
বাঙলায়ন : সৌম্য সরকার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Three Plays by Jon Fosse Translated by Soumya Sarker Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-4-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

আমার শিক্ষক
অধ্যাপক ফকরুল আলমকে

“The most important of life
is in the silences”

নোবেল পুরস্কার (আপাতত সাহিত্যে নোবেল নিয়ে বলা) কখনই কোনো অর্থে আমার কাছে গুরুত্ব বহন করেনি। এখনও করে না। নোবেল যে অন্যান্য প্রায় সব পুরস্কারের মতোই পক্ষপাতদুষ্ট সে কথা বলতে বাধা কী! নোবেল যে কিছু এজেন্ডা পূরণের জন্য দেয়া হয় সেটাও বুঝতে মহাজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই। কারা এতদিন ধরে নোবেল পেয়েছেন অর্থাৎ কোন কোন দেশের সাহিত্যিকরা এবং কারা পাননি তার একটা ম্যাপ তৈরি করলে যে কেউ বুঝে যাবে। যা হোক, সে আলোচনা এখানে নয়। তবে কেন ২০২৩ সালে নোবেল পাওয়া ইয়ন ফসের নাটক আমি অনুবাদ করেছি তার একটা ব্যাখ্যা দিই।

এবার যেদিন সাহিত্যে নোবেল ঘোষণা হয় সে সন্ধ্যায় লেখক বন্ধু ও সাহিত্য সম্পাদক জাহিদ সোহাগ ফোন করে এই বলে, আপনার ইয়ন ফসে তো নোবেল পেয়ে গেল! ইয়ন ফসে আমার হয়ে গেল? বেশ তো! পিছনের গল্পটা হলো আমি ইয়ন ফসের নাটকের বই কিনি ২০১৪-তে। তখন একবার ম্যারিকা গিয়েছিলুম এক মাসের জন্য। যে কাজটি করতে আমি ভুলিনি—এক গাদা বই (আর কিছু সংগীত-যন্ত্র) কিনে ঘরে ফিরি (লাগেজের ওজন কমাতে কাপড়-জামা এয়ারপোর্টে অঞ্জলি দিয়ে)। এসব বইয়ের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল বিশ্বনাটক। ফসেকেও তখন খুঁজে পাই। নিশ্চয়ই আমি কাছের মানুষদের কাছে ফসের লেখার কথা বলেছি। প্রথম নাটকটা (*কেউ একজন আসছে*) পড়েই আমি ভেবেছিলাম আমি এটা অনুবাদ করব। প্রধান কারণ ফসের লেখা আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে—বিপজ্জনক সরল ভাষা দিয়ে। কী বলছি তার চেয়ে কীভাবে বলছি সব সময়ই আমার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিত্রা আপাকে (সামিনা লুৎফা নিত্রা) পড়তে দিয়েছিলাম এই ভেবে যে 'নারী' চরিত্রে কেউ অভিনয় করলে তাকেই করতে হবে। নিত্রা আপার 'কেমন যেন' লেগেছিল ফসের লেখা। মুশকিল হলো ফসের নাটক আমাদের মঞ্চে কল্পনা করতে আমারও খানিকটা কষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমার এও মনে হয়েছে অন্তত পড়া তো দরকার। তারপর মঞ্চ পরিকল্পকরা নিশ্চয়ই পথ খুঁজে পাবেন। *গডোর প্রতিক্ষায়* আমাদের এখানে সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে তো! বেকেট ও পিন্টারের লেখার সাথে ফসের লেখার প্রবল সাদৃশ্য আছে বলেই এমনটা ভাবা।

লম্বা গল্প ছোটো—২০১৮ সালে সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে আমি নাটকটি অনুবাদ শুরু করি। তারিখ এজন্য জানি যে আমার জার্নাল উপন্যাস *না না একদম না* (২০২১)-এর ১৯৯ পৃষ্ঠায় কতকটা ছাপাও আছে। সেখানে আমি লিখেছিলাম : "২৪.৯.২৮ তারিখ রাত ১২:৫৫ তে নাটকটার অনুবাদ শুরু করে শেষ করিনি। এটুকুই তুলে দিই এখানে—জানি না শেষ করা হবে কিনা কখনও"। তখন শেষ করিনি। ও সময়টা আমার জীবনে এমন যে আমি কিছুই পূর্ণ করিনি—করতে পারিনি।

এরপর জাহিদ সোহাগ। এর কয়েকঘণ্টা পর আরেক সাহিত্য সম্পাদক। ওদের জন্য দুটো নাটক শেষ হলো। তখন ভাবলাম আরেকটি কেন নয়। এভাবেই তিন হলো। শিল্পী ও বন্ধু মোস্তাফিজ কারিগর বলে, আপনার অনুবাদ পড়া যায়। সেই সব ভরসা। প্রতিটি নাটকের শুরুতে ছোটো করে নাটক পরিচিতি দেয়া হলো। সেজন্য এখানে নাটক-আলোচনা থেকে বিরত রই।

প্রকাশক বন্ধু সজল আহমেদকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

সূ চি প ত্র

কেউ একজন আসছে ১১
নাম ৬৫
গিটার হাতে লোকটি ১৩১

কেউ একজন আসছে

<u>চরিত্র</u>

নারী
পুরুষ
লোকটি

কেউ একজন আসছে ইয়ন ফসের প্রথম নাটক , মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৬ সালে। যে অনন্য ভাষা শৈলি তিনি চর্চা করবেন—অতি সাধারণ, মিনিমালিস্টিক, কখনও ভয় উদ্রেককারী অলংকারহীনতা, যতিচিহ্নহীন কাব্যময় বাক্যবন্ধ আর নীরবতা—তার যাত্রা এখানেই। এক নারী আর এক পুরুষ সবার থেকে সব কোহাহল থেকে দূরে কোনো এক অনির্দিষ্ট সমুদ্রের পাড়ে একটা পুরনো বাড়িতে থাকতে আসে। দুজন সম্পূর্ণ একা—একজনের সাথে আরেকজন বা একজনের মধ্যে আরেকজন—থাকবে বলে। বহু একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি করে তারা নিজেদের কাছেই সেটা প্রমাণ করার তেষ্টা করে যেন। কিন্তু সম্ভব কি? কেউ একজন নিশ্চয়ই আসবে! তাদের ভয়—প্যারানয়া যেন—যৌন অবিশ্বাস, বোঝাপড়ার তীব্র অভাব তাদের প্রতিটা উচ্চারিত শব্দে লেগে থাকে, আরও বেশি লেগে থাকে অনুচ্চারিত না বলা শব্দ বা ধ্বনিতে। নাটকটিতে এসবই একের পর এক মনস্তত্ত্বের জটিল স্তর তৈরি করে, ভালোবাসা, ঈর্ষা এবং ব্যথার টানাপোড়েন অদ্ভুত কুয়াশচ্ছন্ন এক গলিপথে আটকে রাখে পাঠককে।

দৃশ্য-এক

একটা বাগান। পুরনো একটা বাড়ির সামনে। ভাঙাচোরা, জীর্ণ। পুরনো রঙ খুলে পড়ছে। জানালার কিছু কাচ ভাঙা। কিন্তু তারপরও বাড়িটার একটা সৌন্দর্য আছে। নিজস্ব রকম। খাড়া পাহাড়ের গা কেটে বানানো তাকের মতো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাড়িটা। তবু যেন প্রকৃতির হাতে মার খাওয়া একটা বস্তুগত সৌন্দর্য ঘিরে আছে একে। গা শিরশির করা সৌন্দর্য। একজন পুরুষ ও একজন নারী ঢোকে বাড়ির দক্ষিণ পাশ থেকে। পুরুষটি পঞ্চাশ আন্দাজ—একটু লম্বাটে ধূসর চুল একটা ভারিক্কি ভঙ্গি দিয়েছে। করিৎকর্মা চোখ—চতুরও বলা যায়। ধীর চলাফেরা। নারীটি ত্রিশ আন্দাজ। বেশ লম্বা। শক্তসামর্থ গড়ন; ঘাড় পর্যন্ত চুল; বড়-বড় চোখ আর চলাফেরায় একটা শিশুতোষ ব্যাপার। দুজন হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটে—অনেকক্ষণ ধরে বাড়িটার দিকে তাকায়।

নারী : [আনন্দে]
আমাদের বাড়িতে উঠে যাব আমরা, বেশ তাড়াতাড়ি

পুরুষ : নিজেদের বাড়ি

নারী : একটা সুন্দর পুরনো বাড়ি
অন্যান্য বাড়ি থেকে অনেক দূরে
এবং অন্যান্য মানুষ থেকে

পুরুষ : তুমি আর আমি একা

নারী : শুধু একা না
একসাথে একা
[পুরুষটির মুখের দিকে তাকায়]
আমাদের নিজেদের বাড়ি
এই বাড়িতে আমরা একসাথে থাকব
তুমি আর আমি
একসাথে একা বা
একা একসাথে

পুরুষ : কেউ আসবে না
[থামে, বাড়ির দিকে তাকায়]

নারী : এখানে আমরা আমাদের বাড়ির পাশে

পুরুষ : এবং এটা একটা চমৎকার বাড়ি

নারী : এখানে আমরা আমাদের বাড়ির পাশে
আমাদের বাড়ি
যেখানে আমরা থাকব একসাথে
বাড়িটা
যেখানে তুমি আর আমি
একা একসাথে
সবার থেকে দূরে
এই বাড়িতে একা থাকব আমরা
নিজেরা নিজেদের সাথে

পুরুষ : আমাদের নিজেদের বাড়ি

নারী : বাড়িটা আমাদের

পুরুষ : বাড়িটা আমাদের নিজেদের
কেউ আসতে পারবে না এখানে
যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের বাড়ির পাশে
বাড়িটা যেখানে আমরা একসাথে থাকব
একজনের সাথে আরেকজন
একজনের ভিতর আরেকজন
[বাড়ির পাশে তারা হাঁটতে থাকে]

নারী : [কিছুটা বিচলিত]
কিন্তু আমি যেমনটা ভেবেছিলাম
তার থেকে কিছুটা অন্যরকম
ভাবিনি একদম এমনটা এতোটা
[হঠাৎ ভয়ে]
হয়তো কেউ একজন আসবে
জায়গাটা এত বিচ্ছিন্ন আর আমরা এত একা
ধরো কেউ আসবে
[পুরুষ বাড়িটার দিকে তাকিয়েই থাকে। নিজের ভাবনার ভেতর আটকে থেকে]
যে লম্বা রাস্তাটা ধরে আমরা এলাম
কাউকে দেখলাম না
এত দূর পার হয়ে এলাম আমরা কিন্ত
একটা মানুয়ের ছায়া পর্যন্ত দেখলাম না
শুধু রাস্তা আর রাস্তা আর রাস্তা

আর এখন বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা
[আরও আবেগ নিয়ে]
ভাবো যখন অন্ধকার হয়ে আসবে
ভেবে দেখো একটা ঝড়
দেয়াল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বাতাস
শুনছ সমুদ্রের গোঁঙানি আর কান্না
সাদা-কালো সমুদ্র
ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে পাথরের শরীরে
আর ভাবো বাড়ির ভিতর কেমন হাঁড়কাপানো ঠাণ্ডা তখন
দেয়াল ফুঁড়ে বাতাস
চিন্তা করে দেখো মানুষদের থেকে কত দূরে
কত অন্ধকার
কত নিরব নিশ্চুপ চারপাশ
ভাবো কেমন করে ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে
কেমন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে
হেমন্তে ভাবো একবার কেমন অন্ধকার আর
বৃষ্টিতে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যাবে সব
শুধু একটা সাদা-কালো সমুদ্র
তুমি আর আমি কেবল এই একটা বাড়িতে
সব মানুষ থেকে এত দূরে

পুরুষ : হ্যাঁ, সেটাই তো
সব মানুষ থেকে দূরে
[থামে]
অবশেষে আমরা দুজন শুধু

নারী : [কিছুটা বিচলিত]
কিন্তু আমরা তো সব মানুষ থেকে
সরে আসতে চাইনি
কয়েকজন থেকে চেয়েছি
তাই না

পুরুষ : [হাঁটা থামায়। তাকায় ওর দিকে]
সবার থেকে সরে এসেছি আমরা
একেবারে প্রত্যেকের কাছ থেকে

নারী : [তাকায়। প্রশ্ন]
সবাই
প্রত্যেকের থেকে সরে এসেছি আমরা

পুরুষ : ঠিক তাই
একদম সবার কাছ থেকে
নারী : কিন্তু পারি কি আমরা সবার থেকে সরে আসতে
কেউ না কেউ তো আছেই
পারি কি আমরা
সবার থেকে সরে যাওয়া বিপজ্জনক নয় কি
পুরুষ : কিন্তু আমরা তো আমাদের মতো থাকতে চেয়েছি
ওই সব মানুষই তো আমাদের আলাদা করে রাখে
তাই না সবাই
[আরও জোর দিয়ে]
আমরা শুধু আমাদের মতো থাকতে চাই
আমি আর তুমি
একা কোথাও
যেখানে আমরা আমাদের মতো বাঁচব শুধু আমরা
আমাদের মতো
একজনের সাথে আরেকজন
একজনের ভেতর আরেকজন
আমরা চেয়েছি একা থাকতে
নিজেদের মতো নিজেদের ভেতর
নারী : আমরা কি পারি সম্পূর্ণ একা হয়ে যেতে
দুজন কেবল
আমার মনে হয় কেউ একজন ছিল এখানে
[একদম আশা ছেড়ে দিয়ে]
কেউ একজন আছে
কেউ একজন অবশ্যই আসবে
পুরুষ : [শান্ত ভাবে]
এখানে শুধু আমরা দুজন
[ওর কাছ থেকে সরে যায়। বাগান পার হয়ে বাড়ির বাঁ পাশ ধরে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। নিচে সমুদ্রের দিকে তাকায়]
কেউ নেই এখানে আমরা ছাড়া
এমনকি ওখানে
[আঙুল তুলে দেখায়]
সমুদ্রের মধ্যেও
কেউ আসছে না এখানে আসবে না
[নারীটি হেঁটে ওর কাছে পৌঁছায়। পাশে দাঁড়ায়। সে-ও সমুদ্রের দিকে

দেখে। কিছুটা উত্তেজিত।]
আর দেখো সমুদ্র কী সুন্দর
বাড়িটা বহুদিনের পুরনো
সুন্দর সমুদ্র
আর কেবল আমরা দুজন
একা
কেউ আসছে না এখানে
কেউ আসবে না
নিচে সমুদ্র কী অসাধারণ দেখতে
ঢেউগুলো দেখেছ
দেখো ঢেউগুলো
বেলাভূমিতে পাথরদের গায় আছড়ে আছড়ে পড়ছে
একটার পর একটা
আর তারপর সমুদ্র যতদূর তোমার চোখ যায়
দেখতে পাবে সমুদ্র আর সমুদ্র
তারপর বহু দূরে কয়েকটা দ্বীপ
কয়েকটা কালো কালো দ্বীপ
নীল-সাদা সমুদ্রের মধ্যে
আর ওখানে
[থামে]
হ্যাঁ ওখানে
[তাকায় ওর দিকে। ও নিচে তাকিয়ে আছে, কিছুটা ভীত। বিস্মিত]
হ্যাঁ
[কিছুটা বিচলিত]
কেউ আসছে না কেউ না

নারী : কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে
কেউ একজন আসছে

পুরুষ : না আমরা ছাড়া আর কেউ নেই
আমরা সম্পূর্ণ আমরা
আর কাউকে চিনি না আমরা
শুধু বাড়িটা আছে আর তারপর সমুদ্র

নারী : কিন্তু আমি নিশ্চিত কেউ একজন আছে এখানে
[আরও জোর দিয়ে]
হ্যাঁ, কেউ একজন অবশ্যই আছে
কেউ একজন অবশ্যই আসছে

আমি জানি একজন কেউ আসবে

পুরুষ : না আমরা ছাড়া আর কেউ নেই এখানে
[থামে]
অবশেষে আমরা দুজন একসাথে একা হতে পেরেছি
এখন শুধু আমরা
একজনের সাথে অন্যজন
[দৃঢ়ভাবে]
আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে
থাকতে পারছিলাম না আমরা
ছাড়তেই হতো
কোথাও একটা চলে যেতে চাচ্ছিলাম দূরে কোথাও
এটাই সেই জায়গা
এই বাড়ি
এখন এই বাড়িটা আমাদের
[খুশি-ভাব]
এখন থেকে এই বাড়িতেই থাকব আমরা
[আবার পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে তাকায়]
এখানে আমরা চলে আসতে চাইলাম
[আরও খুশি]
আমাদের নিজেদের ইচ্ছায়
এবং চলেও এলাম
এখন এখানে আমরা এখন থেকে থাকব আমরা এই বাড়িতে
আমাদের সিদ্ধান্তে এখানে আসা
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে থাকব আমরা
এমনটাই ভেবেছি আমরা
তেমনটাই করেছি
আমরা এখন এখানে এই বাড়িতে থাকতে শুরু করব
[সমুদ্রের দিকে তাকায় আবার]
আর ওখানে সমুদ্র
বিশাল আর কী সুন্দর

নারী : [সমুদ্রের দিকে তাকায়]
কিন্তু আমি ভাবিনি এমন হবে
এখানে আসাটা
কী ভাবে বোঝাই
[নিচে তাকায়। থামে]

সমুদ্র এত বেশি বড়
আমি এমনটা ভাবিনি
আমার মনে হয় আমি অন্য রকম কল্পনা করেছিলাম

পুরুষ : কিন্তু ওইসব মানুষের মধ্যে আমরা
কিছুতেই থাকতে পারছিলাম না
ওই মানুষেরা
আমরা চেয়েছি একসাথে থাকতে
একসাথে একা থাকতে
ওদের সাথে আমরা থাকতে চাইনি চেয়েছি কি
কেউ নেই যেখানে আমরা ছাড়া সেখানে
থাকতে হবে আমাদের তাই না
শুধু আমরা
আর কেউ না
তুমি আর আমি
[উচ্চস্বরে]
যেখানে একদম একা এবং একসাথে
সবার থেকে অনেক
অনেক অনেক দূরে
থেকে বাঁচতে চেয়েছি আমরা

নারী : কিন্তু এখানে
সবকিছু সবকিছু থেকে
এত বিচ্ছিন্ন
কেউ নেই
আবার এর মধ্যেই কেউ একজন যেন না থেকেই
আছে এখানে
এত বিচ্ছিন্ন কিন্তু বিচ্ছিন্ন না
একই সাথে
এখানে
[নিজেকে থামায়]

পুরুষ : পুরনো বাড়িগুলো এমনি হয়

নারী : খুব সম্ভব তাই হয়
[পুরুষটি বাড়ির দেয়ালের সাথে বসানো ভাঙাচোরা বেঞ্চটাতে গিয়ে বসে। নারীটি তাকে দেখে]
এখন চারদিকে আলো
তখনকার কথা ভাবো যখন অন্ধকার নামবে

হেমন্ত বা শীত যখন আসবে
অন্ধকার এবং হীম
তাছাড়া আমরা আসলে একা নই এখানে
কেউ একজন আছে
[ভেঙে পড়ে]
একজন কেউ আছে এখানে
জানি আমি
এবং কেউ একজন আসছে
আমি নিশ্চিত

পুরুষ : এখন আমরা পারি একসাথে থাকতে
অবশেষে তোমার সাথে আমি আর আমার সাথে তুমি
আমাদের সাথে আমরা একা
ঐসব মানুষের মধ্যে আর আলাদা হয়ে না
একসাথে নিজেদের মতো
আমার মধ্যে তুমি
তোমার মধ্যে আমি
আমাদের মধ্যে আমরা
আমাদের মতো আমাদের সাথে আমরা
আমরা একা
অন্য কেউ থাকবে না
শুধু আমি তুমি
এখন থেকে এখানে
[যেন অনুনয় করে]
বসো এসে আমার পাশে এসো
[প্রশ্ন]
চাও না বসতে
[নারীটা মাথা নাড়ে। সম্মতি জানায়]

নারী : কিন্তু কেউ একজন আছে এখানে
কেউ একজন আসছে
[হতাশা নিয়ে]
আমরা কখনই দুজন
একা থাকতে পারব না
কখনই একসাথে একা হয়ে যেতে পারব না

পুরুষ : এখানে এসে বসো এখন
কেবল তো এলাম